62

তারিখ ... 0.7 .APR 1996

পৃষ্ঠা ৫ কলাম 7

দৈনিক বাংলা

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা

আজ থেকে সারাদেশে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ছাত্র জীবনের এই প্রথম অগ্নিপরীক্ষায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা বোর্ডের মোট পাঁচ লাখ তেপান্ন হাজার ছাত্রছাত্রী এই পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক এবং জাতিরও জন্য এই পরীক্ষার গুরুত্ব বিরাট। যারা এই পারীক্ষায় পাস করবে, তারা উচ্চশিক্ষার ছাড়পত্র পাবে, চাকরির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করবে এবং দেশ পাবে শিক্ষিত জনশক্তি। এই উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে চলতি এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়া একান্ত দরকার।

পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাই-এর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, এসএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার ডিগ্রী-ডিপ্লোমাই অনেকের কাছে চাকরির চাবিকাঠিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ কারণেই ডিগ্রী-ডিপ্লোমার জন্য একশ্রেণীর মানুষের এত কাড়াকাড়ি ও হুড়াহুড়ি। যেভাবেই হোক, এই চাবিকাঠি হস্তগত করার চেষ্টা চালায় তারা। অসাধু উপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা পাস করতে চাইছে। বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী নকল করছে; তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন এই অপকর্মে সহায়তা করছে। এমন কি কিছুসংখ্যক শিক্ষকও এই অন্যায়ে লিপ্ত হচ্ছে। অনাচারীরা শুধু নকলেই সহায়তা করে না, গোলমাল সৃষ্টি করে সকল পরীক্ষার্থীর মনোযোগও নষ্ট করে। বাধা পেলে পরীক্ষা ভন্ডুল করে দেয়। এ ধরনের কোন অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ এবার ঘটবে না-এটাই সমাজের সচেতন অংশের প্রত্যাশা।

কর্তৃপক্ষ চলতি এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছেন। সারাদেশে মোট এক হাজার পঁয়তাল্লিশটি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রের দু'শ গজের মধ্যে চারের বেশী লোকের জমায়েত ও একসঙ্গে চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অসাধু উপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং নকল প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সকল কেন্দ্রে বাঞ্ছিত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। অনেক কেন্দ্রেই একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী অসাধু উপায়ের আশ্রয় নেয়। কোথাও কোথাও বাইরের লোকেরা অঘটন ঘটায়। এছাড়া অন্যভাবেও পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরীক্ষার খাতা হারিয়ে যায়। এখন শুরু হয়েছে কম্পিউটারের ভুল। গত বছর কম্পিউটারের ভুলের দরুন বহু পরীক্ষার্থী কোন কোন বিষয়ে ফেল করেছে এবং অনেকে কম নম্বর পেয়ে নিচের ডিভিশনে নেমে গেছে। পরে অবশ্য অনেকের ফল সংশোধন করা হয়েছে। এবার নকল থেকে শুরু করে কোন ধরনের অবাঞ্ছিত কান্ড ঘটবে না বলে আশা করছি আমরা।

পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ নকলবাজি ও গোলযোগ প্রতিরোধের জন্য পরীক্ষা হলের ভেতর ও বাইরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। সংশ্লিষ্ট লোকজন তাদের দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে কোন অনাচার ঘটবে না। তবে তাদের সহায়তা করার জন্য জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। জনগণ উদ্যোগী ও সচেষ্ট হলে কারও পক্ষেই পরীক্ষা কেন্দ্রে অনাচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হবে না। এ বছরের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে ও নির্বিবাদে অনুষ্ঠিত হোক-এই আমাদের কাম্য।